Evidence

Barrister Mahbubur Rahman, ppm

1. What is Evidence?

2. Hierarchy of law
   a. Constitution
   b. Minor act(s)/Special law
   c. Major act(s) (Penal Code, CrPC, Evidence Act)
   d. Case Law (Common law)
   e. Rule(s)
   f. Administrative order(s)

3. Standard of proof
   a. Balance of probabilities- দেওয়ানী মামলা প্রমাণের স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে Balance of probabilities। অর্থাৎ বিচারক যদি মামলার নিস্পত্তি সম্পর্কে নিশ্চিত না হতে পারেন, তবে তিনি দেখবেন কোন পক্ষের দাবী বেশী যুক্তিপূর্ণ। অধিক যুক্তিযুক্ত পক্ষের অনুকূলে তিনি রায় দিতে পারেন।

   b. Beyond reasonable doubt- ফৌজদারী মামলার স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে- সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ (Beyond reasonable doubt)। অর্থাৎ প্রসিকিউশন মামলা সতেন্দহাতীত ভাবে প্রমাণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রসিকিউশানকে মামলা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করতে হবে কিন্তু বিবাদী মামলা অপ্রমাণ করবেন না, শুধু মাত্র reasonable doubt সৃষ্টি করবেন। তাই তদন্তকারী কর্মকর্তাকে সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে মামলার তদন্ত নিস্পত্তি করতে হবে এবং বিবাদী যাতে কোন ডিফেন্স বা অজুহাত (Alibi) দাড় করাতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। বিবাদী যে সকল ডিফেন্স কিংবা অজুহাত দাড় করাতে পারে, তা মামলা তদন্তের সময় নিস্পত্তি (address) করতে হবে।

4. Classification of Evidence
   a. Oral (মৌখিক) - must be direct. সাক্ষী যা নিজে দেখেছে, শুনেছে কিংবা অনুধাবন করেছে, তাইই হবে মৌখিক সাক্ষ্য। নিজে সরাসরি না দেখলে, শুনলে কিংবা অনুধাবন করলে তা মৌখিক সাক্ষ্য হবে না।
   b. Documentary (দালিলিক) - দালিলিক সাক্ষ্য প্রাথমিক (কোন দলিলের মূল কপি) কিংবা সেকেন্ডারী (দলিলের ফটোকপি কিংবা সত্যায়িত কপি) হতে পারে।
   c. Hearsay- অন্যের নিকট হতে শুনলে তা মৌখিক সাক্ষ্য হবে না, তা হবে হিয়ারসে (Hearsay)। হিয়ারসে আদালতে কয়েকটি ব্যতিক্রম ব্যতিত গ্রহণযোগ্য নয়। হিয়ারসে সাক্ষীর সাক্ষ্য পরিহার করে অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে মামলার তদন্ত কাজ শেষ করতে হবে।

5. Investigation- collection of evidence. পৃথিবী জুড়ে পুলিশিং একটি টেকনিক্যাল বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

6. Mens ria and actus reus. শব্দসমূহ ল্যাটিন। মেনস্ রিয়া ‘guilty mind’ হিসাবে বিবেচিত র্অথাৎ অপরাধ করার জন্য মানষিক প্রস্তুতির প্রয়োজন এবং বিনা উদ্দেশ্যে কোন অপরাধ করা যায় না। এক্টাস রিয়া ‘guilty act’ হিসাবে বিবেচিত র্অথাৎ মেনস্ রিয়ার ফলে অপরাধী কর্তৃক কৃত অপরাধ।

7. Facts in issue (বিচার্য বিষয়)

8. Relevant fact (প্রাসঙ্গিক বিষয়)

9. Collateral fact- বিচার্য বিষয় এবং মামলার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়, তবে মামলা প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন এমন বিষয়সমূহ collateral fact। যেমন- একজন সাক্ষী চশমা ব্যতিত ভাল দেখতে পান না। ঘটনার সময় তিনি চশমা পরিহিত অবস্থায় ছিলেন কিনা তা অভিযুক্তকে সনাক্ত করার ক্ষেত্রে আদালতে গ্রহণযোগ্য।

10. Identification (সনাক্তকরণ) - ফৌজদারী মামলায় আসামী সনাক্তকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদালত আসামী সনাক্তকরণ ব্যতীত বিচার কার্যক্রম শুরু করবেন না। পুনরায় দেখলে চিনতে পারবো, দেখতে লম্বা, মুখে কাটা দাগ, গায়ে শার্ট ইত্যাদি দিয়ে সনাক্ত করা যাবে না। কোন unique বিষয় কিংবা ৫/৬ টি বিষয় দ্বারা আসামী সনাক্তকরণ করতে হবে। নতুবা বিবাদীপক্ষ Wrong ID দাবী করে মামলা খারিজ করার আবেদন করবে।

11. Witness (সাক্ষী) – সাক্ষী কোন মতামত দিতে পারবেন না। কেবল মাত্র ঘটনার বর্ণণা দিবেন। শুধু মাত্র বিশেষজ্ঞ মতামত দিতে পারবেন।

12. Relevancy- প্রথমে দেখতে হবে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ বিচার্য বিষয় কিংবা ঘটনার সাথে প্রাসঙ্গিক কি না।

13. Admissibility (গ্রহণযোগতা)- কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপিত হলে, আদালত দেখবে তা মামলার বিচার্য বিষয় কিংবা ঘটনা প্রমাণের জন্য গ্রহণযোগ্য কি না। কোন সাক্ষ্য প্রমাণ মামলার বিচার্য বিষয় কিংবা ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত না হলে আদালত সে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করবে না। এটি হবে অপ্রয়োজনীয় এবং এটি বিবেচনা করা হবে সময়ের অপচয়। অপ্রয়োজনীয় কিংবা মামলার বিচার্য বিষয় কিংবা ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত নয়, এমন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা হতে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বিরত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, সকল গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণই প্রাসঙ্গিক, তবে সকল প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় (All admissible facts are relevant, but all relevant facts are not admissible)।

14. Burden of Proof (প্রমাণের দায়িত্ব)- আমাদের দেশের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ফৌজদারী মামলায় কয়েকটি ব্যতিক্রম ব্যতিত মামলা প্রমাণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রের পক্ষে পুলিশ এবং প্রসিকিউশন মামলা প্রমাণ করে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনের দায়িত্ব রাষ্ট্র পক্ষের। বাদী মামলার অন্যতম সাক্ষী। তবে মামলা প্রমাণের দায়িত্ব তার নয়, বরং রাষ্ট্রের। অনেক সময় ভুল করে মামলা প্রমাণের দায়িত্ব বাদীর মনে করা হয়। অনেক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিটি মামলা আদালতে প্রমাণ করতে হয়। এক্ষেত্রে বাদী একজন সাক্ষী মাত্র। বাদীর কথামত মামলার তদন্ত পরিচালনা না করে, প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে মামলার তদন্ত কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

15. Competent and Compellability- একটি মামলার তদন্তকার্য পরিচালনার সময় দেখতে হবে, কোন কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য বিচার্য বিষয় কিংবা ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। যে সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য মামলা প্রমাণের জন্য প্রয়োজন, শুধুমাত্র তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে। অনেক সাক্ষী ইচ্ছাকৃতভাবে সাক্ষ্য প্রদান করতে চান না। তখন তাকে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করতে হয়। যদি কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য ঐ মামলার বিচার্য বিষয় কিংবা ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত হয়, তবে দেখতে হবে সেই সাক্ষীকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য বাধ্য করা যায় কি না। স্ত্রীকে কি স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাবে ? স্ত্রী দেওয়ানী মামলায় স্বামীর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় সাক্ষী দিতে পারেন কিন্তু তিনি সাক্ষ্য দিতে অনীহা প্রকাশ করলে, তাকে বাধ্য করা যাবে না। তবে ফৌজদারী মামলায় স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বামীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে পারেন এবং অনীহা প্রকাশ করলে তাকে বাধ্য করা যাবে। কুটনৈতিক আইন অনুযায়ী কোন কুটনৈতিক-কে ফৌজদারী মামলায় সাক্ষী দিতে বাধ্য করা যাবে না। তদন্তকারী কর্মকর্তাকে মামলা তদন্ত করার সময় Competence and Compellability এর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

16. Weight- একজন নিরপেক্ষ সাক্ষীর সাক্ষ্য আদালতে যে গ্রহণযোগ্যতা পাবে, বাদীর একজন নিকটাত্নীয়ের সাক্ষ্য সেই রকম গ্রহণযোগ্যতা পাবে না। আদালত ধরে নিতে পারে নিকটাত্নীয় তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে, এটি স্বাভাবিক। তবে একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির সাক্ষ্য আদালতের নিকট অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য এবং এর মূল্য অনেক বেশী। তদন্তকারী কর্মকর্তাকে সব সময় মনে রাখতে হবে বাদীর মানিত নিকটাত্নীয় সাক্ষীর চেয়ে নিরপেক্ষ সাক্ষীর সাক্ষ্য সংগ্রহ করা অনেক শ্রেয়।

17. Cost (ব্যয়)- উন্নত বিশ্বে প্রতিটি মামলার রায় প্রদানের সময় একটি ব্যয় আদেশ হয়। এতে বলা হয় মামলার খরচ কে বহন করবেন। খরচের হিসাব কিভাবে করতে হবে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা আছে। এর মধ্যে এ্যাডভোকেটের ফি, আদালতে/তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট আসা যাওয়ার খরচ, কোর্ট ফি, মামলার কারণে কাজে যেতে না পারলে তার জন্য যে আর্থিক ক্ষতি হয় ইত্যাদি। মামলা চলাকালীন সময়ে বিচারকার্য মূলতবী করার জন্য আদালতকে অনুরোধ করা হলে, তার জন্যও একটি ব্যয় আদেশ হয়। যে পক্ষ মূলতবীর জন্য আবেদন করেন, তাকে সেদিনের ব্যয়ভার বহন করতে হয়। অযৌক্তিক কিংবা তুচ্ছ কারণে মূলতবীর দরখাস্ত করলে, আদালত কর্তৃক তা গৃহীত হয় না। প্রয়োজনে আদালত অভিযোগটি strikeout করে মামলা খারিজ দিতে পারে।

18. Defence and Alibi- মামলা তদন্তের ক্ষেত্রে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব অপরিসীম। যে কোন মামলা যথাযথভাবে আইনগত দিক অনুসরণ করে তদন্ত করতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। একই সাথে বিবাদী যে সকল ডিফেন্স কিংবা অজুহাত (Alibi) উপস্থাপন করতে পারে, তা নিস্পত্তি (address) করতে হবে। নতুবা আদালত মামলাটি খারিজ করে দিবে।

19. CS/FR- মামলার তদন্ত শেষ করে CS দাখিল করার পূর্বে নিম্নোক্ত ৩টি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে, নতুবা CS দাখিল করা সমীচিন হবে না-

মামলা (Case)	: প্রমাণিত (Prove)
আত্মরক্ষা (Self defence)	: অপ্রমাণিত (Disproof)
অযুহাত (Alibi)	: অপ্রমাণিত (Disproof)